পদ্য পাতা
সংকলন ০১

পদ্যপাতা
PODDOPAATAA

সংকলণ ০১

প্রকাশ
মার্চ ২০২৬

প্রকাশক
ড্রিম মেকার ক্রিয়েটিভ স্টেশন

© Dream Maker Creative Station
dreamakerbd.com

সূচিপত্র

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
1	হলুদ খামের দিন	শরীফা সুলতানা	1
2	দুঃখ এবং মহিমা	তপন কুমার তপু	2
3	আটকে থাকা	রীনা পন্ডিত	3
4	স্থবির স্থানাঙ্ক	পংকজ পাল	4
5	ভালো নেই এ জীবন	মোঃ মুকুল মিয়া	5
6	আমার একটা শহর ছিল	জীবন ধর	6
7	তুমি যে আমার রব	তৃণমূল কবি জিয়াউল হক জুয়েল	7
8	প্রার্থনা আজিকার	গীতা মণ্ডল	8
9	ফেরারি পাখিরাও ঘরে ফেরে	রফিকুল ইসলাম আধার	9
10	দেখি না আর মাকে	নঈম হাসান	10
11	তুমি আছো পাশে	জেসমিন আক্তার	11
12	স্বপ্ন যেখানে আকাশকে	নাজমুন নাহার (লিমা)	12
13	অস্তিত্বে তুমি	সুমাইয়া আজিজ স্মৃতি	14
14	অন্ধ আইন	ফখরুল ইসলাম মামুন	15
15	স্বাধীনতা পরাধীন	সাধনা সরকার	16
16	রবের রহম বীনে	কামাল উদ্দীন	17
17	সম্পর্কের ভেলা	শাহানাজ আক্তার	18
18	কবির সম্মান	কবি এম আর টিপু	19
19	অপরাধ কি ছিল	রেজাউল করিম রেজা	21
20	এখনও এতো শীত?	সাবরীনা ইসলাম নীড়	23
21	বিশ্বাসের অজুহাত	জাহিদুল ইসলাম জাহিদ	24
22	জয়ের মালা পরবো বলে	খাদিজা রহমান কল্পনা	25
23	বসন্ত ভ্যানেটি ব্যাগে	শিমুল পারভীন	26
24	আমিও মানুষ	নাজনীন আক্তার	27
25	তোমাকে চেনা চেনা লাগে	সায়েম খান	28
26	একুশের শপথ	মাহিয়ান সুলতানা	29
27	নিখিল	জান্নাত মণি	31
28	শেষ বয়সে আমাকে ভালোবেসো	আহমেদ রাফি	32
29	মায়ার খেলা ও শূন্যের খতিয়ান	মো. হাফিজুর রহমান	33
30	অমরাবতীর প্রত্যাবর্তন	নন্দিনী লুইজা	34
31	আমিত্বের বন্দিশালে	শাহীন মোরশেদা মিলি	36
32	ভালোবাসার বিসর্জন	তানিয়া রহমান প্রেমা	37
33	অপ্রকাশিত অনুভূতি	সৃজনী আচার্য্য নীলা	38
34	মা	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	39
35	যাদের জন্য লিখছি আমি	লিপি তালুকদার	40
36	জনতার একাত্ম শ্লোগানে জাগুক	নাজমা বেগম নাজু	41
37	অবিনশ্বর প্রেম	এ এইচ এম নোমান চৌধুরী (এ্যানী)	43
38	শেকড়ের গান	সংগীতা নিগার	44
39	রাত তিনটা চৌদ্দ	রাবি ভূইয়া	45

সূচিপত্র

ক্রম	কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
40	ভালোবাসার আহ্বান	লিউনী গ্লোরিয়া রোজারিও	46
41	আমার প্রতীক্ষা	সুমাইয়া আফরোজ	48
42	নিভৃত স্পর্শ	আর এ মারুভীনি	49
43	বিলপারের ময়না	রাহিদ আলম	51
44	শেষ বিকেলের মা	প্রেয়সী জেসমিন	52
45	বেলার শেষে পড়ে থাকে না কিছুই	রাবিয়া সুলতানা	53
46	আমার খানিক দুঃখ আছে	রাকিব রুকু	54
47	মা	ইয়াসিন আরাফাত কাব্য	56
48	উপলব্ধি	ইসমাইল হোসেন ইসমী	57
49	অসমাপ্ত পংক্তির জীবন	জহুরুল হক জুলু	58
50	একুশ এলে	ফেরদৌসী খানম রীনা	60
51	যুদ্ধের অনলশিখা	আরিফুর রহমান	61
52	আমার শেষ মহাকাব্য	মাসুদ করিম	62

PoddoPaataa

কবিতা:০১

হলুদ খামের দিন

শরীফা সুলতানা

সবকিছুই পরিবর্তনশীল,
শুধু আমিই কেন চিরহরিৎ?
হলুদ খামের দিনগুলো---
ফিরে পেতে চাই বারবার।
কিসের আকুলতা!
কিসের ব্যাকুলতা!
খোঁজ নেয় কে আর!
আরাধ্য সবকিছুই কেটে খায়
হাহাকারের ঘুণপোঁকা।
সবাই ছেড়ে গেছে---
বিরাণভূমিতে আমি একা,
লেপ্টে আছে জন্মদাগের মতো
হলুদ খামের সকাল,দুপুর, রাত।

আহারে!কী সুন্দরই না ছিল!
হলুদ খামের দিন।
আঠা সরে যেতেই খসে পড়ত
গন্ধরাজের স্নিগ্ধতা।
কতো ডাকি,
কতো কাঁদি,
হলুদখামের দিন তবু
সরে সরে যায়।

কবিতা:০২

দুঃখ এবং মহিমা

তপন কুমার তপু

পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে যে কাউকে দুঃখ দেয়নি কিম্বা নিজে দুঃখ পায়নি সে জীবনে,
দুঃখ কে বিক্রি করতে চেয়েছিলাম ভেবেছিলাম কিছু দুঃখ বিক্রি করে সুখ কিনে আনবো,,
দুঃখ তো বিক্রি করতে পারলাম ই না, বরং ভাবলাম দুঃখ কেই জীরন সাথী করবো।
অচেনা সুখের যাত্রা পথে হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত আমি দুঃখ পাই একান্ত ই মনে ও প্রাণে।।

দুঃখের আদি কারণ টা যে কি- ভাবতে পারিনা আমি দার্শনিক গার্বের মতো,
কিম্বা ডয়সেন পাউলের মত ভাষাতত্ত্ববিদ ও হয়তো দিয়ে যেতে পারিনি দুঃখ টা কি?
তিনশত খ্রীষ্টাব্দে পাণিণি ব্যকারণে জানাতে পারনি দুঃখের অব্যয় কিম্বা ক্রিয়ার ভূর্তকি।
মন ই কি জাগতিক দুঃখ কষ্টের, পাওয়া না পাওয়ার শোকে বিকশিত।।

মনে প্রাণে প্রিয় কোন কিছু না পাওয়ার বেদনাটাই দুঃখের উৎপত্তিস্থল ,
মূলতঃ অদৃশ্য আগুন অদৃশ্যতায় জ্বলে ওঠে স্বমহিমায় তোমায় ও আমার হৃদয় গহ্বরে,,
অদৃশ্য দুঃখকে কি? কেউ বলো এ জগতে,কারো কাছে বিক্রি করতে পারে,??
দুঃখ মানুষ মানুষকে দিতে পারে আবার নিজে পেতেও পারে-
তাইতো দুঃখে দুনয়নে ভরে ওঠে জল।।

কবিতা:০৩

আটকে থাকা

রীনা পন্ডিত

কোথাও যেন আটকে আছি
আমি কি তবে গাছের মতো
আটকে থাকি মাটির সনে,
অশ্বত্থের সবুজ মায়ায় নিশুতি আলিঙ্গনে
মোহাবিষ্ট মৌন বাঁধনে।
কেউ তবুও বুকের খুব গভীরে
কষ্ট মেখে স্পর্শ হয়
আমার কেন এমন পোড়া অসুখ
জ্বালায় পোড়ায় দহন স্রোতে ভেতর ঘরে ।
সুখের নদীতে মিহি বেদনার শেওলা ভাসে
সুখ বেচে কষ্ট কেনা চড়া দামে
জলজিয়ন্ত শ্যাওলা ঘাসের কোমল প্রেমে।
কোথাও যেন আটকে আছি আটকে থাকি
অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখি হলদে দুটো'চোখ
সরষে ফুলের গন্ধ মাখা তীক্ষ্ণ হাসির তোড়ে
ভেতর ঘরে সন্ধে নামে আবছা আলোয়
দূর দিগন্তে নিঝুম দ্বীপে চারণভূমি ছেড়ে।
আটকে থাকি অবিরত সাগর তীরে নোনাজলে
দীঘল কোন চোখের ভেতর ভাসি ডুবি
আটকে থাকি অন্ধ ডুবুরির খাবি খাওয়া মাস্তুলে।
রাত বিরেত ডুবে যাওয়ার কঠিন ব্যামোয়
আটকে রাখে গভীর কোনো মোহন মায়া
অনিরুদ্ধ অদৃশ্য শ্যামল ছায়া।
এমনতর সুখের অসুখ দিব্যি হাঁটে
একলা ঘাটে একলা কাটে
আটকে থাকি শেওলা স্রোতে
খড়কুটোর ভীড়ে
ভাসান চরে চোরাবালি বালুচরে।

কবিতা:০৪

স্থবির স্থানাঙ্ক

পংকজ পাল

অযুত নিস্তব্ধতা যেখানে স্থির হয়ে আছে,
সেখানে সংবেদের কোনো তৃণজ দহন নেই;
নয়নবারির উষ্ণতা এক মরীচিকা মাত্র—
এখানে সত্য কেবল হিমায়িত মায়াজাল।

কালকূটের মতো কোনো বিষণ্ণ ইন্দ্রজাল নয়,
বরং এক দুরধিগম্য গোলকধাঁধায় বন্দি সময়;
স্মৃতিরা এখানে কোনো অনুনয় জানে না—
আছে কেবল লৌহকঠিন এক একঘেয়েমি।

রক্তের লোহিত কণিকায় কোনো বিদ্রোহ নেই,
আছে শুধু যান্ত্রিক এক অনুসরণ প্রবৃত্তি;
সেখানে অনুভূতির কোনো নাব্য স্রোত নেই—
যা ভাসিয়ে নেবে কোনো নিষ্প্রভ দীর্ঘশ্বাস।

কল্পকাল ধরে এই বিপ্রতীপ মৌনতা,
এক অশরীরী স্থিতিতে বিঁধে আছে একা;
এখানে কান্না মানে কোনো বিমোক্ষণ নয়—
বরং এক অমোঘ ও নিষ্প্রাণ কক্ষপথ।

কবিতা:০৫

ভালো নেই এ জীবন

মোঃ মুকুল মিয়া

স্বপ্নটা আজ বিবর্ণ হয়ে গেছে
ফ্যাকাশে হয়েছে সব চাওয়া।
যে সংকল্পে জীবন চলছিলো,
সে সংকল্পে কনো এতো প্রতিবন্ধকতা?
ছয়েতে আপনজন হারা,একুশের ধাক্কা
সব মিলিয়ে জীবন যেন,
মরুর বুকে বৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।
রক্ত, মাংস গুনে হয়তো মানুষ,
জীবন চলছে শুধুই নিঃশ্বাসে।
বৈঠা বিহীন নৌকা যোগে,
পাড়ি দেয়া কী সম্ভব,গন্তব্যস্থলে?
যেন হিমঘরে পরে আছি
হয়ে মৃত লাশ।
শীতের তীব্র কুয়াশা গায়ে মাখলেও
হয়না অনুভূত টান্ডা,
কিংবা গীষ্মের তপ্ত রোদের গরম।
তোমারা সবাই প্রার্থনায় রাইখো
ভালো নেই এ জীবন।

কবিতা:০৬

আমার একটা শহর ছিলো

জীবন ধর

একটি হাসির শহর ছিলো , যে শহরে পাখির গান ছিলো,
ভোরের মিষ্টি আজান ছিলো, মন্দিরেতে ঘন্টা বাজতো মধুর সুরে
সুখের ছবি উঠতো ভেসে নয়ন জুড়ে!

সেই শহরের প্রাণ ছিলো, কান্না হাসির গল্প ছিলো,
মুক্তির মিছিলের স্লোগান ছিলো, স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিলো বুক জুড়ে
সন্ধ্যা প্রদীপ হাসতো সবার ঘরে ঘরে!

সেই শহরটা আমার ছিলো, দেশ দরদী বিশ্বজনীন নেতা ছিলো,
প্রিয়তমার মন জুড়ানো হাসি ছিলো, ছিলো মায়ের স্নিগ্ধ কোমল মধুর হাসি
সেই শহরটা আমি ভীষণ ভালোবাসি!

সেই শহরটার আজ হাসি নাই, শীতল ছায়ার আবাস নাই,
আজান ধ্বনির আওয়াজ নাই, মিলিয়ে গেছে ঘন্টা ধ্বনি আজ মন্দিরে
এখন হিংসা বিদ্বেষ হানাহানি শহর জুড়ে!

সেই শহরটার প্রাণ নাই, ঠাকুরমার ঝুলির গল্প নাই,
প্রতিবাদের সুশ্রী কোন ভাষা নাই,
সাওয়া মাওয়া এখন প্রতিবাদের ভাষা
হারিয়ে গেছে দিন বদলের স্বপ্নসুখের আশা!

স্বাধীনতার মূল্য নাই, অপরাধীর সাজা নাই,
সত্য কথা বলার লোক নাই, উচিত কথা বলতে গেলেই দোষ
মিথ্যা অপবাদে পুড়িয়ে মারে
জীবন্ত মানুষ!

কবিতা:০৭

তুমি যে আমার রব

তৃণমূল কবি জিয়াউল হক জুয়েল

হে মহান তুমি দিয়েছো মোদের
দিয়েছো জগতে ঠাঁই।
তুমি চালাও এই বিশ্ব ভুবন
তুমি ছাড়া কেউ নাই॥

ফুলেফলে ভরা গাছপালা ঘেরা
সবই তো তোমার দয়া।
দমে দমে ডাকি তোমারে প্রভূ
তুমি দিও মোরে মায়া॥

ক্ষনকালের এই পৃথিবীতে এসে
ভুলে যাই আমি সব।
হে মহান তুমি ক্ষমা করে দিও
তুমি যে আমার রব॥

কাল হাশরের ময়দানে তুমি
দিও আরশের ছায়া।
ডান হাতে দিও আমলনামা
দিও তুমি দয়া মায়া॥

কবিতা:০৮

প্রার্থনা আজিকার

গীতা মণ্ডল

আজি এ নতুন দিনে করি এই প্রার্থনা
শুভ যেন হয় মোদের নব সংবর্ধনা।
সাফল্যের সব দ্বার যায় যেন খুলে,
অতীতের গ্লানি পাপ সবকিছু ভুলে।
পারিজাত ফোটে যেন মোদের ধরায়,
(যেন) মধুকর মধুরব প্রাণেতে ছড়ায়।
বিহঙ্গ যেন গায় প্রাণ ভরে জীবনের জয় গান,
সুমধুর রাগিনী হয় যেন সানাইয়ের তান।
কবির কাব্য যেন হয় অক্ষয় অম্লান,
শিল্পী যেন দিতে পারেন ছবির মাঝে প্রাণ।
মমতার বন্ধন থাকুক সকলের মাঝে,
সবাই লাগি যেন বিশ্ব গড়ার কাজে।
পরাজয় মোরা যেন না করি স্বীকার,
প্রকাশি সত্য সুন্দর বাঁচার অধিকার।
আজি এ নতুন দিনে করি হে শপথ,
ধরণীকে করবো মোরা শান্তির কপোত।

কবিতা:০৯

ফেরারি পাখিরাও ঘরে ফেরে

রফিকুল ইসলাম আধার

ফাল্গুন-মাতাল তরুণী তিলাঘুঘু নাচে-গানে
বাগিচায় বুনে চলে স্বপ্নের অন্তহীন দিন;
যুবক ঘুঘুর তপ্ত পরশ বিনা
স্বপ্ন কি ধরা দেয়? রয় কি চির-অন্তরীন?

উদ্দাম যাযাবর ফেরারি পাখিরাও
দিনশেষে কুলায় ফেরে অমোঘ টানে,
ঘরছাড়া এই ভুবনে সুখ নেই কভু
পাখিরা সে কথা নিভৃতে জানে।

পাখির সহজ এই ব্যাকুল সমীকরণ
বুঝলে না কেবল তুমি; রয়ে গেলে দূরে,
আহা! ভাঙা ডেরায় আজ একা কেঁদে মরে
সুখ-একতারা হারানো এক বাউল করুণ সুরে।

কবিতা:১০

দেখি না আর মাকে

নঈম হাসান

আগে যখন গাঁয়ে যেতাম
ঘুরে ফিরে মাকে পেতাম
দুচোখ ভরে দেখতাম তাকে,
এখন আমি গাঁয়ে গেলে
দিখি না আর মাকে।

মা ছাড়া গাঁ খাঁ খাঁ করে
মন টানে না মাটির ঘরে,
সারা বাড়ি খুঁজে খুঁজে
ডাকি আমি তাকে,
দেখি না আর মাকে।

মার সাথে গায়ের পেয়েছি মিল,
সেথায় পেতাম সুখ অনাবিল,
এখন সে গাঁ বিরান লাগে,
তবু আমার গায়ের বুকে
মায়ের ছবি জাগে।

মাকে খুঁজি পুকুর পারে
রান্না ঘরে চুলার ধারে
আদর করে ভাত বেড়ে আর
কেউ না আমায় ডাকে,
এখন আমি গাঁয়ে গেলে
দেখি না আর মাকে।

কবিতা:১১

তুমি আছো পাশে

জেসমিন আক্তার।

তুমি আছো পাশে,
মিষ্টি হাসি, ভালোবাসার স্পর্শে,
তুমি আছো আনন্দে দিন কাটে তাই
তুমি ছাড়া জীবন যেন...
শূন্য নিঃসঙ্গ বিন।
তোমার নামে সুর বাজে বাতাসে,
হৃদয়ে বাজে ভালোবাসার ঝুর
তুমি মোর এই জগতের আলো,
তোমার হাসি ফোটে
ব্যথা দূর হয় গেল।
ভাবনাতে হৃদয় ভরে যায়
আনন্দের গহন,
সবসময় নিরাপদ তোমার
ভালোবাসায়
নিঃশব্দ বিকেলের মত
তোমায় পাশে চাই।
কোলাহল ভেঙে
হালকা বাতাসে নামো,
তুমি আছো পাশে
ভয় গুলো একটু থামে।
অচেনা পথ ও তখন
চেনা হয়ে নামে,
চোখের কোণে আলো জ্বলে
মনটা হয় নির্ভার!
তুমি পাশে থাকলে
সময়টা হয় সুন্দর।
তুমি আছো পাশে,
একটুখানি মুহূর্তে
সব না বলা কথা
খুঁজে পাই নিজস্ব ভাষা।

কবিতা:১২

স্বপ্ন যেখানে আকাশকে

নাজমুন নাহার (লিমা)

ছুঁয়ে যায়। তখন আমি কে?
আমি তো এক নগণ্য মানুষ মাত্র,
ইচ্ছে অনিচ্ছার মাঝেও আমি দাঁড়াই,
কারন আমি জানি আমি ঠিক,
তুমি ভুল।
তোমার চাওয়া-পাওয়ার মাঝে, আমি যখন বুঝতে পারি,
বেলা হলো যে দেরী,তারপরও আমি জানি,
তোমাকে চাইতে নেই, অসমতা,অসচ্ছতা,
রাগ,অভিমানকে ঘিরে, তোমার চিন্তা আমি ভাঙাতে
চাইনে যে, তুমি মনে করো না,
আমি ই ভুল তুমিই ঠিক,
সবাইকে যদি আর্তনাদ করে বলে দেই,
হ্যা আমি ভুল করেছি, তুমিই ঠিক ছিলে,
সম্মান জানাই তোমার মতামতের মূল্যায়নকে।
আমি চাই,
তোমার পেছনেই থাকতে,
কিন্তু সেটিও তো তুমি বোঝনি।
হয়তো বা এটিই নিয়তি।
তোমার আমার পথচলাটা হয়তো বা এই টুকুই।

কোন এক শীতের দিনে শুরু আবার হালকা শীত আর হালকা গরমে শেষ,
হয়তো বা কেউই বুঝবে না, আমার এই আলিঙ্গন,
তবু জানি আমি, ভালোবাসোতো আমায়,
দিন ক্ষণ সবই, বোঝ,
হয়তো বা প্রকাশ টা করো না।
হয়তো বা নেই কোন চাহিদা পত্র।
হয়তো বা আছে,মান অভিমানের এক শ্বেতপত্র।

তোমাকে আমি ভালোবাসি,সবসময়ই বলি,
ভালোথেকো, যেখানেই থাকো।

হয়তো বা এটিই নিয়তি,

তোমার আমার পথচলাটা হয়তো বা এই টুকুই।

কোন এক শীতের দিনে শুরু
আবার হালকা শীত আর হালকা গরমে শেষ,
হয়তো বা কেউই বুঝবে না, আমার এই আলিঙ্গন,
তবু জানি আমি ভালোবাসোতো আমায়,
দিন ক্ষণ সবই বোঝ,
হয়তো বা প্রকাশ টা করো না।
হয়তো বা নেই
কোন চাহিদা পত্র।
হয়তো বা আছে,
মান অভিমানের এক শ্বেতপত্র।

তোমাকে আমি ভালোবাসি,
সবসময়ই বলি, ভালোথেকো,
যেখানেই থাকো।

কবিতা:১৩

অস্তিত্বে তুমি

সুমাইয়া আজিজ স্মৃতি

হার না মানা এই আমি
তোমায় ভালোবাসি বলেই
হার মেনেছি!

হার মেনেছি অস্তিত্বে,
স্থান দিয়েছি হৃদয়ে, ধমনীতে,
নতজানু হয়ে মেখে নিয়েছি যে কলঙ্ক!
সেই কলঙ্কের কালীমা মেখেও
ঠিক ঠিক চাঁদের ন্যায়,
মিষ্টি আভাস ছড়িয়েছি যে সর্বত্র।

শুধুমাত্র তোমায় ভালোবাসি বলে,
এই আমি! মেনে নিয়েছি যে সব!

ভালোবাসায় আমি কেঁদেছি,
অশ্রুসিক্ত নয়ন মুছে,
আমি আবার হেসেছি।
ভাঙতে ভাঙতে নিজেকে গড়েছি!
কেন জানো? শুধু তোমায় ভালোবাসি
বলে।

তোমার অস্তিত্ব যে বাঁচতে শেখায়,
এই আমাকে!
ভগ্ন হৃদয়ে তুমি যেন প্রজ্জ্বলিত!
তুমিই যেন আশার আলো,
তোমায় আমি বেসেছি যে ভীষণ ভালো!

দূরে থেকেও তুমি নও যেন দূরে!
তোমার অস্তিত্ব যে, আমার পুরোটা হৃদয়
জুড়ে!
এ জীবনের একদিন শেষ আছে,
অস্তিত্বের, নেই যে কোন শেষ!

আমার অস্তিত্বে, তোমার অস্তিত্ব
এ মূল্য নিয়েই যে আমি ছুটি!
ছুটে চলি..... আর চলি
আমি তোমায়, শুধু তাই নয়!
তোমার এই অস্তিত্বকে
বড্ড ভীষণ ভালোবাসি।

কবিতা:১৪

অন্ধ আইন

ফখরুল ইসলাম মামুন

এই সমাজের অন্ধ আইন
আমি কবি ভাঙতে চাই।
অন্ধ আইনের কাছে কেন?
টাকায় বিক্রি হচ্ছে ভাই?

অপরাধী জালেম গুলো
গদি দখল করে আছে
চুপচাপ নিরবে বসে
জাতিকে আজ কাঁদাচ্ছে।

জাতির স্বপ্ন জাতির আশা
সবই হচ্ছে মিথ্যা টাকায়
স্বদেশ ভালোবাসি বলে
অন্ধ আইনে ঢাকায়।

প্রশাসন আজ করছে না
অপরাধী বিচার চিহ্নিত
দেশটা আজ ভরে গেছে
সন্ত্রাসী জঙ্গী যতো।

আমি হলাম সমসাময়িক
বিপ্লবী কবি ফখরুল
তোদের কাছে মাথা নত করে
করব না খোদার কসম ভুল।

আমি চাই সকাল সন্ধ্যা
অন্ধ আইন হোক ভাঙচুর
টাকা কাছে বিক্রি না হোক
ছাড়তে হবে জগত কুল।

ওগো গুনি চিন্তা করো
তোমার গদিতে আজ বসে
অন্ধ আইনের জন্য কিন্তু
ছাড় পাবে কি খোদার কাছে।

যে দেশেতে মানুষ মেরে
হয়না মানুষের বিচার
সেই দেশেতে কিসের আইন?
বলেন একটু ভাইজান।

আমি ফখরুল ইসলাম
এমন একটি আইন চাই
কুরআন হাদিসের আইন দেখে
শেষ সময়ে বিদায় চাই চাই।

কবিতা:১৫

স্বাধীনতা পরাধীন

সাধনা সরকার

তোমার গায়ে কাঁচা বাসন্তী রঙ পাঞ্জাবি দেখে
একদিন আমি যেমন মুগ্ধ হয়েছিলাম,
তেমনি মুগ্ধ হয়েছিলাম তোমার অনবদ্য কবিতা পাঠেও,
তুমি ছিলে উদীয়মান কবি, আমি অষ্টাদশী,
বসন্ত হাওয়ায় উড়ছিলো তোমার কবিতার পঙক্তি,
উদাসী বাতাস কচি কিশলয়, উত্তরীয় পরিয়ে করলো তোমায় বরণ,
আমের মুকুল সুবাসে করছে মাতোয়ারা,
দিক বিদিক দিগন্ত ছুঁয়ে পূর্ণিমা আলোর খেলা,
আকাশ মিতালি করছে নীল নীলিমায়,
দোল দোল উৎসবে মেতেছে গাছের ফুলগুলোও
পলাশ শিমুল কাঠগোলাপ চম্পা মালতী -
ওরা সবাই, সব্বাই ওরা আবীরে নাইছে,
ওগো কিশোরী বধূমাতা বাহির হয়ে এসো তুমিও
একটু লাল পড়াই তোমার গালে
তোমার আলতা রাঙা চরণ নুপুর ধ্বনি,
বৃদ্ধ তরুণ কৃষ্ণ রাধা মন আনন্দে ইন্দুবালা -
সব ছাপিয়ে হঠাৎই দুর্গম প্রকৃতির চিৎকার
ফাগুনের পলাশ শিমুল হয়ে যায় দাউদাউ আগুন
সব পুড়ে ছারখার, তবে ভস্মটা টকটকে লাল -
শিশুমা ধর্ষিত, শ্যামল বসুমতী ক্রোধে রঞ্জিত - রক্তে রক্তে,
আমের মুকুল গোলাপ - ঝরে পড়লো একে একে,
গড়াই কালিগঙ্গার মতো শুকিয়ে গেলো
বিশাল জল ধরত্রী পদ্মার বুকটা,
ফেটে চৌচির হলো মেঘনা যমুনাও
এক ফোঁটা জল নেই চৈত্র আসার আগেই,
শিশু মায়ের গলাটা যে ছিঁড়ে গেছে আক্রোশের আঁচড়ে,
জল দাও, জল দাও -
সবটুকু জল গড়িয়ে মরুদ্বীপ হয়ে গেছে -
বাংলার আকাশ বাতাস সবুজ মাঠ
স্বাধীনতা !! ও আমার চাই নে - - -

কবিতা:১৬

রবের রহম বীনে

কামাল উদ্দীন

আসার সময় ছিলাম একা, যাওয়ার বেলা তাই।
পেট পুজারি মায়ার ভবে,কিছুই বাঁধি নাই।

আমি পাপি ছাড় পাবো না,রোজ হাশরের দিনে।
তোমার দয়া তোমার মায়া,হে রব তোমার রহম বীনে।

আমার কি হবে উপায়,ওহে মালিক সাঁই।
রিক্ত হস্তে, অশ্রু জলে তোমার দ্বারে,
আমি ক্ষমা চাই, ওহে মালিক সাঁই।

গুনা আমার পাহাড় সমান,আকাশ ভরা পাপ।
তুমি ছাড়া কে আছে আর ,করতে আমায় মাফ।

পরকালের কবর খানা, করিয়ে দিও সহজ।
বান্দা তোমায় ভুলে যাওয়া,
হয়ে ভবের অবুঝ।

তিল পরিমাণ দিয়েছো বিলে,বান্দার হৃদয়ের স্পন্দনে।
মায়া মমতা ভালবাসা, তা দিয়ে ঘেরা ভুবনে।

তুমি রহিম রহমান, করো না আমায় কয়েদী।
নিরানব্বই ভাগ তোমার হে রব,
করি ও মুক্তি।

কবিতা:১৭

সম্পর্কের ভেলা

শাহানাজ আক্তার

নয়তো লিখিত কোন চুক্তি,
ছোট ছোট কিছু প্রতিশ্রুতি।
নাম হীন সম্পর্কের ভেলায় ভেসে যায় ভালবাসা বহু দূর।
অযুত নিযুত ঢেউের যেন এক বিশাল সমুদ্রুর।
হৃদয়ের গভীরে জমা হয়, না বলা কিছু গল্প
তারপর সব ভুলে যায়, মনে রাখে খুব অল্প।
কিছু কিছু দিবসের আড়ালে,
কষ্টই পাবে তুমি হাত বাড়ালে।
প্রেম লুকিয়ে ছিল চোখের চাহনিতে। অসমাপ্ত কবিতায়।
অনুচ্চারিত শব্দে বহু বার বলা হয়
নিঃশব্দে নিরবতায়।
মেপে কভু দেখিনিতো আবেগের গভীরতা।
অনুভবে খুঁজে পেয়েছি ভালবাসার উষ্ণতা।
মানুষের বেঁধে দেয়া নিয়মের বেড়াজাল গুলো।
হামেশাই করবে তোমায় আহত।
ভালবাসায় কোন সীমা রেখা আছে কিনা বলো?
এক সাথে হয়তো লেখা হয়না জীবনের সব গল্প কথা।
স্মৃতির খাতায় লিখা হয় কিছু সুখের কিছু না পাওয়ার ব্যথা।

কবিতা:১৮

কবির সম্মান

কবি এম আর টিপু

অযুত প্রদীপ জ্বলে—স্বর্ণস্তম্ভ-ঘেরা সেই রাজ-অন্তঃপুরে,
বসিয়াছে দোর্দণ্ড সম্রাট—শিরে তার মণি-মুক্তা জ্বলে বহুদূরে।
চারিধারে স্তাবক ও অমাত্য-বাহিনী,
রচিছে কেবলি প্রভুর মহিমা-কাহিনী;
সহসা থামিল সব—নতজানু সভার মাঝারে,
দাঁড়ালো এক জীর্ণবসন কবি, দীপ্ত আঁখি মেলি সে আঁধারে।
সম্রাট হাসিল ক্রূর, দুলিল হীরের দুল কানে,
কহিল গর্জিয়া, ❝ওহে ভিখারি! স্পর্ধা তব আকাশেরে হানে!
হেরো মোর সাম্রাজ্যের সীমা,
দিগন্ত লঙ্ঘিয়া ভাসে আমারই গরিমা।
লক্ষ অসি মোর ইশারায়,
জীবন ও মৃত্যু নাচে আমারই পায়ের ওই ছায়ায়।
তুমি শুধু শূন্যে আঁকো কথা,
বাস্তবের ভারে তব শব্দরাশি নতশির, পায় বড় ব্যথা।
আজ মোরে করহ বন্দনা,
রচহ প্রশস্তি-গাথা, ঘুচাও এ দারিদ্র্যের লাজ,
নতুবা প্রস্তুত জেনো শাণিত কৃপাণ আর ঘাতকের সাজ।❞

দরবার নিস্তব্ধ হলো, ভয়ে কাঁপে সভাসদ-দল,
বাতাসে জমিল যেন আসন্ন প্রলয়-কোলাহল।
শীর্ণ কায়া, শুভ্র কেশ, তবু সেই কবির ললাটে,
জ্বলিছে নক্ষত্র-শিখা অনন্তের অসীমের ঘাটে।
মৃদু হাস্যে কহিলেন তিনি—কণ্ঠ যেন দৈববাণী-সম,
❝মহারাজ! তুচ্ছ তব আয়োজন, মিথ্যা তব আড়ম্বর মম।
আমি নহি তব ভৃত্য, আমি যে চিনেছি ধ্রুব সত্য নিরুপম।
তব ওই তরবারি, ওহে অন্ধ রাজন্,
লোহার শলাকা মাত্র—কালবশে মরিচায় হবে সে যে লীন।
তুমি ভাবো—তুমিই ঈশ্বর, তুমিই কালের ধ্রুবতারা,
তোমার প্রাসাদে বহে চাটুকার দাসের ইশারা।
আমি গড়ি চেতনার স্তূপ,
শব্দ দিয়ে এঁকে যাই অনাগত শাশ্বত সে রূপ।
তুমি কাড়ো মানুষের প্রাণ,
আমি দিই মৃতজনে অমৃতের অমোঘ সন্ধান।❞

জ্বলিয়া উঠিল চক্ষু রাজদম্ভে, কহিল নৃপতি,
❝চুপ কর উন্মাদ! দেখি তোরে কেবা দেয় গতি!
কে আছিস? লহ টানি—লহ ওরে অন্ধ কারাগারে,
দেখিব কেমনে বাঁচে অনাহারে রুদ্ধ ওই দ্বারে!
পাথরে খোদাই করা মোর নাম রবে চিরকাল,
তোর ওই কাগজের তরী ডুবিবে যে মহাকাল-জাল।❞
লোহার শৃঙ্খল আনি পরাইল কবির দু'পায়,
ঝনঝন শব্দ তার—বাজিল নূপুর-সম সভায়।
যাইবার কালে কবি ফিরিলেন, দৃষ্টি হানে করুণা-বিগল,
কহিলেন, ❝মহারাজ, রচিলে যে মায়ার শিকল!
ভুলিও না, কালস্রোত বহে চরাচরে,
পাথর খসিবে জানি, স্বর্ণ হবে ধূলিরই সগরে।
সেদিন থাকিবে না এ রাজধানী, থাকিবে না তব এই মান,
কালের ললাটে শুধু জ্বলে রবে আমার এ গান।❞

শতাব্দী পোহালো কত, মহাকাল মেলিল যে ডানা,
সভ্যতার রথচাকা ঘোরে, নাহি মানে কোনো মানা।
সেদিনের সেই রাজধানী—
আজ সেথা অরণ্যের ছায়া, নাহি আর মানুষের বাণী।
সিংহাসন মিশে গেছে ধূলিকণা-তলে,
শ্যাওলা জমেছে আজ সম্রাটের ভগ্ন ওই প্রাসাদের জ্‌লে।
কোথায় সে তরবারি? কোথায় সে দম্ভের হুঙ্কার?
উইপোকায় খেয়েছে সে রাজ-ইতিহাসের সম্ভার।
পথিক হাঁটিয়া যায় সেই পথ দিয়া আনমনে,
ইটের স্তূপের পরে পদাঘাত করে ক্ষণে ক্ষণে।
কেহ নাহি জানে আজ, কেবা ছিল সেই মহীপাল,
বিস্মৃতি গ্রাসিছে তারে, ঢেকেছে সে অনন্তের জাল।

অথচ সন্ধ্যার কালে, ওই দূর পল্লী-বটতলে,
একতারা হাতে লয়ে বৈরাগী যে গান গায় চোখেরই ও জলে—
সে গানটি সেই কবির, সেই বন্দী বাণীরই সন্তান,
যুগ হতে যুগান্তরে বহে চলে যাহার উজান।
কৃষক ভুলিয়া শ্রান্তি, শোনে সেই গানের লহর,
মায়ের ঘুমের গানে জ্যান্ত হয় কবির শহর।
সম্রাট হারিয়ে গেছে, ফসিল হয়েছে তার নাম,
কবির অক্ষর আজো জিনে লয় মানুষের ধাম।

তরবারি মরিচা ধরেছে কবে, খসিয়াছে মুকুটের মণি,
বাতাসে ভাসিছে শুধু সৃজনের অবিনাশী ধ্বনি।
ক্ষমতা সে দাসী হয়, অর্থ হয় ধূলির সমান,
মহাকাল নতমস্তকে মেনে লয়—'কবির সম্মান'।

কবিতা:১৯

অপরাধ কি ছিল

রেজাউল করিম রেজা

বিধাতার সৃষ্ট মানব যুগল
এই ধরারই সান,
আপন ভোগে লিপ্ত হইয়া
জন্ম দিয়াছ নতুন প্রাণ।
ধন্য তুমি হয়েছ মাতা
ধন্য তোমার জনম কাল,
কি অপরাধ ছিল মাগো
যাকে পেটে ধরেছ দীর্ঘকাল।
পথের ধুলায় আবর্জনায়
দিয়েছ যাকে ফেলে,
কাপেনিকো বুক একটি বারও
মা-গো, সে তো তোমারই ছোট্ট ছেলে।
কচি মুখে তার দাওনি চুমু
দাওনি দুধের ফোঁটা,
কি করে ফুল বাঁচবে মাগো
যদি না থাকে বোঁটা।।
ছেলে তোমার কাঁদিয়া বলে,
অপরাধ ছিল কি আমার?
তোমার স্নেহের উষ্ণতায় কেন
ঠাঁই হলো না আমার?
সবাই বলে তুমি নাকি মা
করেছো অনেক পাপ,
তোমার পাপের ফসল আমি
পাবে কি কখনো মাপ।
পিতার মোহ করেছ অন্ধ
তোমাকে করেছে অসহায়,
ফুলের গন্ধ শুকিয়ে পিতা

তোমাকেই ভুলিয়া যায়।
আমি যে কলি তোমাদের বলি
অপরাধ তব সম,
অনিয়মের ঘরে জন্ম হয়ে
ভোগান্তি একা মম।
অপরাধী মাতা অপরাধী পিতা
তোমাদের বলিয়া যাই ,
তোমাদের পাপে পাপী হয়ে আমার
বাঁচিবার স্বাধতো নাই।

পশুর মত জীবন যদি চাও,
মানুষ নামটি কেন তুমি নাও।
তোমার জন্য লজ্জিত হয়,
মানুষ নামের ছোট্ট শিশু।।

কবিতা:২০

এখনও এতো শীত?

সাবরীনা ইসলাম নীড়

এই চৈত্রের ঠা-ঠা রৌদ্র, তবুও তুমি কাঁপছ?
বিষণ্ণতার উনুনে চাল ভেজে খাও রোজ।
হৃদয় জুড়ে বিষাদের লাকড়ি জ্বলে
শুকনো চেলাকাঠ পোড়া বিবর্ণমুখ,
বানিয়ে দেয় বেদনার স্যুপ।
ওখান থেকে উষ্ণতা পাওনি এক ডোজ?
হৃদয়ের আঁচে হৃদয় পোড়ে কষ্টের দহনে।
বিনিদ্র চোখে বারুদের উত্তাপ
ঝলসে যাওয়া স্মৃতিগুলো ফিকে হয়ে আসে।
মরুময় মগজে চেতনার তপ্ত বালুচরে,
দুরাশার ক্ষুব্ধ চালে খই হয়ে ফোটে
অবিশ্বাসের নুন জলে মুড়ি হয়,
আর তুমি উষ্ণতা পাওনি? এখনও এতো শীত?
বিরহের উত্তাপে ঢেকে দিলাম
স্বপ্নভঙ্গের তৃষিত রাত শেষে
অযাচিত দিনের দ্বিপ্রহরে লাঞ্ছিত উত্তাপে,
তুমি উষ্ণতা পাওনি? এখনও এতো শীত?

কবিতা:২১

বিশ্বাসের অজুহাত

জাহিদুল ইসলাম জাহিদ

প্রভাতের দ্বৈত সূর্য
ধূসর ধূম্রজালে বিলীন,
নিশির অর্ধাংশ
ডুবে থাকে কল্পনার দুঃস্বপ্নে।

হৃদয়ের উপেক্ষিত উপাখ্যানসমূহ
যে গ্রন্থে নিঃশব্দে সঞ্চিত,
আজ তারই পৃষ্ঠা উন্মোচন করি
নিশ্চিহ্ন বিলয়ের পূর্বলগ্নে।
অশ্রুসিক্ত নয়নযুগল
প্রতীয়মান হয়
এক অভিনয়-মঞ্চের নীরব নাট্যমালা।

এক্ষণে,
পরাজয়ের শীতল স্পর্শে
পুনরায় আচ্ছন্ন হই আমি
স্বীয় সত্তা
আবারও বিলীন হয় অন্তরাল অন্ধকারে।
নিজ গন্তব্যের দিশা হারিয়ে
অচেনা যাত্রাপথে উত্তোলন করি পতাকা
নিঃশব্দ দৃষ্টির অন্তরালে
ভালোবাসা কেবল রঙিন মায়ার অবয়ব।

অন্তঃকরণে এখনো
রয়ে গেছে বিষাদ-রঞ্জিত রংধনু
তথাপি উচ্চারণ করি
আমি ভালো আছি।

তুমি আমাকে মৃত্যুর অর্ঘ্য দাওনি
এও এক প্রকার করুণা বটে!
অতএব আজও আমি
উন্মুক্ত বাতাসের সহচর হয়ে

নীরব সংলাপে বেঁচে থাকি।

বিশ্বাসের নীলাভ দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে
যদি এক পেয়ালা বিষ
আমার সম্মুখে উপস্থাপন করতে,
এবং বলতে
“পান করো
কারণ তোমার অস্তিত্বই
মহাবিপদের পূর্বাভাস।

কবিতা:২২

জয়ের মালা পরবো বলে

খাদিজা রহমান কল্পনা

জয়ের মালা পরবো বলে,
কষ্টের ঝোলা নিয়ে হেঁটে চলছি।
নিগৃহীতরা হিংসায় মরে,
লৌহ শীতের রোদে বুঝতে শিখেছি।

অহংকারের নিন্দা হিংসা ভালো নয়,
তাও বাবা-মাকে দেখে শিখেছি।
স্বপ্নগুলো মালা করে গলে পড়েছি,
সেই স্বপ্ন নিয়েই পরিশ্রম করে যাচ্ছি।

বাবার দেওয়া আশীর্বাদ মনে রেখেছি,
আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।
কঠোর পরিশ্রম করতে শিখেছি,
প্রতিযোগিতার মাঝখানে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি।

যেকোনো কাজে লেগে থাকলে,
সফলতা সম্ভব প্রমাণ পেয়েছি।
সৎভাবে সংকল্প চলতে শিখেছি,

অহংকার নিন্দা হিংসাকে বিদায় দিয়েছি।

ইচ্ছে থাকলে উপায় হয় বইতে পড়েছি,
ইচ্ছেটাকে পুঁজি বানিয়ে উড়াতে শিখেছি।

শক্ত সুতায় কোমর বেঁধে শক্তি করেছি,
স্বদেশের পথে হাঁটতে হাঁটতে চলতে শিখেছি,
নিজের কাজ নিজে করবো প্রতিজ্ঞা করেছি।
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জীবন সুন্দর জানতে পেরেছি।

কবিতা:২৩

বসন্ত ভ্যানেটি ব্যাগে

শিমুল পারভীন

কতো বসন্ত ভ্যানেটি ব্যাগে গুঁজে হেঁটে গেছি নির্দ্বিধায়।
ফাগুনের আঁচল হাওয়ায় না উড়িয়ে,
জড়িয়েছি নিজেরই গায়।
চৈত্রের রাতে ভেজা বাতাসে
মন ডুবিয়ে নিয়েছি অজানা ঘ্রাণ।
বিকেলের বুকে ভাসিয়েছি অবহেলায় বসন্তের চিরায়ত পাখিদের গান।
কতো বসন্ত এমনি করে কড়া নেড়ে গেছে দু' হাতে নিয়ে অসংখ্য পলাশ;
আমি অবহেলায় ফিরিয়ে দিয়েছি তাকে।
আজ পাতা ঝরা দিনের শেষে নিমন্ত্রণ পত্র লিখি হারান বসন্তকে আবার,
শোকগাথা নয় আর, প্রেমের বারতা নিতে আসুক সে
জীবন সৈকতে।
ডেকে বলি- এসো বসন্ত, দরোজায় এসে দাঁড়াও আবার
ফাগুনের আঁচলে বেধে চৈত্রের রাত নতুন স্বপ্নের উদ্বোধন হোক এবার।

কবিতা:২৪

আমিও মানুষ

নাজনীন আক্তার

আমি নই পূর্নাঙ্গ পুরুষ নই আদতে নারী।
আমি অর্ধেক পুরুষ অর্ধেক নারীত্বে সৃষ্টি,
কন্ঠ আমার পুরুষালি, অন্তরে নারীসত্তা।
সমাজ আদি থেকে হিজড়া আখ্যান দিয়েছে।
তোমরা আমাকে নাম দিয়েছো বৃহন্নলা।
বর্তমানে তৃতীয় লিঙ্গ উপাধিতে ভূষিত আমি।
যে নামেই ডাকো আমায়,
আমার অভিশপ্ত জীবনের কোন রদবদল হয়নি।
হয়নি তোমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরও কোন পরির্বতন।
পরিবর্তন যা হয়েছে তা আইনের ফ্রেমেই বন্দী,
সমাজে তার প্রতিফলন কই?
এখনো আমাকে দেখে বাঁকা চোখে তাকাও।
যেন আমি এক মহাআতঙ্ক,
যেন এক অশনি সংকেত।
আমার বুকের মাঝে কি অগ্নিদাহ চলে
অনুভব করোনি কখনো হৃদয় দিয়ে।
তোমাদের সমাজে আমার নাই কোন সম্মান
নাই সহানুভূতি, স্নেহ, ভালোবাসা, আদর।
আমি অযত্নে বেড়ে ওঠা সমাজের জন্‌জাল।
জন্মের আগে আমিতো স্রষ্টাকে বলিনি
" আমি বিহন্নলা হয়ে জন্মাতে চাই। "
মায়ের জঠরে আমিও বেড়ে উঠেছি
তোমাদের মতোই।
জন্মের পর মায়ের কোল থেকে আমাকে
ছুড়ে ফেলে দিয়েছো অনিশ্চিয়তার পথে।
আমার জন্মের জন্য আমিতো দায়ী নই,
জীনগত কারনে আমার এ ব্যতিক্রম।
সে-তো স্রষ্টারই ইচ্ছার প্রতিফলন।
তবে কেন?তবে কেন করো আমার সাথে অসম আচরন
কেন আমার দিকেই ঘৃনার আঙ্গুল তোলো?
কেন আমাকে নিয়ে অবজ্ঞার হাসি হাসো?
আমিও তোমাদের মতো রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।
আমারও তোমাদের মতো ভালোবাসা পাবার

এবং দেবার অধিকার আছে।
আমিও সুযোগ পেলে গৌরবোজ্বল হতে পারি
এনে দিতে পারি দেশ ও জাতীর জন্য বিরল সম্মান। হিজরা, বিহন্নলা, নপুংসক,তৃতীয় লিঙ্গ তকমায়
আমি আর বৈষম্যের স্বীকার হতে চাই না।
চাই সসম্মানে সমাজের মূল ধারায় যুক্ত হতে।
চাই আমার মানব জন্মের স্বীকৃতি -----
আমিও মানুষ, আমি তোমাদেরই একজন।

কবিতা:২৫

তোমাকে চেনা চেনা লাগে

সায়েম খান

তোমাকে চেনা চেনা লাগছে,
বহুকাল আগে দেখেছি তোমায়,
ঝা চকচকে রুদ্দুরে,
ট্রাফিক জ্যামে কিংবা লেক পাড়ের,
সেই চিরাচরিত বেঞ্চিতে।

তুমি কি সেই?
যাকে দেখলে আমি মোহাবিষ্ট হতাম,
কাতর স্বরে আদর চাওয়ার অতৃপ্ত বাসনা রইত
আজ ও অনাদিকাল।

এক গুচ্ছ লাল গোলাপ কিংবা ঘাস ফুলে,
বুদ্ধের ধ্যানে ঠাঁই বসে থাকা মন ফড়িং,
গাইত তোমার আমার প্রেমকীর্তন।

হ্যা তুমিতো সেই,
চেনা মুখের অচেনা সেই তুমি,
মুগ্ধ হতেম তোমায় দেখে আমি।
চিরচেনা সেই তুমি,
আমার শহরে কোটি বছর পর,
এলে আগন্তুক হয়ে।

তবে, তুমি কি জান?
আজও অধীর আগ্রহে,
চেয়ে থাকি ঐ দুর পথে।

নক্ষত্রের রাত শেষ হয়,
তবুও আমার বিদগ্ধ মন খোঁজে,
ঝরে পড়া ভোরের শিউলি ফুল।
চিরায়ত ভালবাসায় তুমি এসো,
পরজনমের রাধা হয়ে।

কবিতা:২৬

একুশের শপথ

মাহিয়ান সুলতানা

ফাগুন মাসের তপ্ত দিনে
রক্তে রঙিন পথ,
মায়ের ভাষায় কথা বলতে
নিয়েছি কঠিন শপথ।
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার—
হারালো তাদের প্রাণ,
বিশ্বজুড়ে বাজছে আজ
বাংলা ভাষার গান।
সেই গানেরই প্রতিধ্বনি
আকাশে-বাতাসে ওড়ে,
বাংলার জয়গাথা আজ
সারাটি পৃথিবী জুড়ে।
মায়ের ভাষার মর্যাদা আজ
পেয়েছে অমর রূপ,
শহীদ স্মৃতিতে জ্বলে ওঠে
ভক্তির হাজারো ধূপ।
কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ রাঙা
স্মৃতির মিনার তলে,
হাজারো ব্যথার গল্প লেখা
নয়ন-ভিজানো জলে।
ফেব্রুয়ারির এই দিনেতে
হারাই আপন-পর,

ভাষার জন্য মরণজয়ী
মোদের সোনার ঘর।
আমার মনের সব আকুতি
বাংলাতেই তো বলি,
এই ভাষাতে স্বপ্ন দেখি
এই পথেই তো চলি।
অ আ ক খ—মোদের প্রাণের
প্রাণের চেয়েও দামি,
মায়ের শেখানো বুলি নিয়ে
সামনে চলব আমি।
একুশ আমার অহংকার
একুশ আমার জয়,
ভাষার মান রাখব মোরা
নাইকো কোনো ভয়।
শহীদ স্মরণে জানাই মোরা
বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি,
একুশের পথ ধরে মোরা
মুক্তির পথে চলি।

কবিতা:২৭

নিখিল

জান্নাত মণি

শুকতারা বল
গভীর অগ্নির জন্ম হয় কখন ?
নির্মম ব্যতিক্রম- আঘাত
হেমন্তের আকাশে শুন্যতার শিহরণ
হাঙরের মত শস্যহীন ক্ষেত
কেউই দেয় না,
না না -
গোলা ঘরে দৈন্যের আঁচল।
পতপত করে নিশান উড়ে গম্বুজে
তুমি সমীচীন নও পৃথিবীর দিক নির্ণয়ে,
করজোড় প্রভু
নিরন্তর নয় এখন, বৃষ্টি ফেল পৃথিবীর জলে
নিরত্তর অতল ব্যতিক্রম জেগে ওঠে।
তোমাকে কি ভাবে দয়াবান বলি প্রভু ?
আমার এ নালিশ যে অনেক বড়ো-
এ কেমন নিষ্ঠুরতা তোমার
পাহাড়কে সরিয়ে,
ক্ষুধার্ত মৃত মাংসের স্তূপে সূর্যোদয়ের হাসি হাস-
যদি না মানি গম্বুজের দিকের ইশারা।।

কবিতা:২৮

শেষ বয়সে আমাকে ভালোবেসো

আহমেদ রাফি

সবশেষে তুমি আমার হয়ে যেও।
ফুরিয়ে যাওয়া রঙিন বিকেল শেষে,
যখন সূর্য অস্ত যাবে পশ্চিম আকাশে,
যখন আলো নিভে অন্ধকার নামবে চারপাশে,
তখন তুমি আমার কাছে ফিরে এসো।
সৌন্দর্য সব মলিন হলে,
যখন গোলাপের পাপড়ি ঝরে যাবে,
যখন চেহারায় পড়বে কালের নিষ্ঠুর ছাপ,
যখন চুলে জমবে তুষারের রুপালি আভা,
তখন তুমি আমার হয়ে যেও।
তখন তুমি আমারই হয়ে থেকো,
যখন আর কেউ তোমারে চাইবে না।
যখন পৃথিবী মুখ ফিরিয়ে নেবে তোমার দিক থেকে,
যখন যৌবনের সাথীরা সরে যাবে দূরে,
যখন সৌন্দর্যের পূজারীরা খুঁজবে নতুন মুখ,
তখন আমার কাছে এসো, ক্লান্ত পায়ে।
আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্য,
নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই নৌকার মতো।
যৌবন ফুরিয়ে গেলেও, সৌন্দর্য মলিন হলেও,
আমার ভালোবাসা থাকবে অটুট, অবিচল।
তুমি যখন একা হয়ে যাবে,
যখন তোমার চারপাশে কেউ থাকবে না,
যখন নিঃসঙ্গতা তোমাকে ঘিরে ধরবে,
তখন আমার কাছে ফিরে এসো।
শেষ বয়সে আমাকে ভালোবেসো,
আমি তোমাকে গ্রহণ করব খোলা বাহুতে।
কোনো শর্ত ছাড়া, কোনো প্রশ্ন ছাড়া,
কোনো অভিমান ছাড়া, কোনো অভিযোগ ছাড়া।
তুমি আমার ছিলে, আমার আছ, আমার থাকবে,
সবসময়, শেষ পর্যন্ত, চিরকাল।
আমার ভালোবাসা সময়ের ঊর্ধ্বে,
আমার ভালোবাসা সৌন্দর্যের বাইরে।

কবিতা:২৯

মায়ার খেলা ও শূন্যের খতিয়ান।

মো. হাফিজুর রহমান।

কাগজ কলম নিয়ে বসি, করি কতশত বিয়োগ-গুণ,
হিসাবের খাতায় দিনশেষে দেখি-শূন্যই চিরন্তন।
যতই কষি গণিত আমি, মেলাতে পারি না অঙ্কটা,
মায়ার এই সংসারে কেন জড়ালে আমার কণ্ঠটা?

মাটির এই পুতুল আমি, তুমি নিপুণ কারিগর,
নিরালায় বসে খেলছো খেলা-সদাই অচিন ঘর।
ভিতরে দিয়েছো প্রাণপাখি, বাইরে দিয়েছো কায়া,
আমি তো বুঝি না দয়াল, তোমার এই নিগূঢ় মায়া।

মাটি থেকে তুললে আমায়, দিলে কতশত রূপ,
আবার কেন সেই মাটিতে করবে আমায় চুপ?
সৃষ্টি যদি করলে তবে কেন বা এই বিসর্জন?
আমি অবোধ, বুঝি না তোমার আয়োজন।

জীবনের অঙ্ক আমার কিছুতে মেলে না,
দয়াল তোমার রহস্য যে সহসা ফুরায় না।
উইথড্র করবে যখন, সব হবে ধূলিসাৎ,
শূন্য হাতে দাঁড়িয়ে আছি-অন্ধকার এ রাত।

নিদান কালে ওগো দয়াল, কৃপা করো এই অধমে,
আমি জানি না কি লেখা আছে আমার এ জনমে?
তোমার হিসাব তুমিই জানো, আমার শূন্যতে হারায়,
বড় একা লাগে দয়াল-এই জীবনের কিনারায়।

কবিতা:৩০

অমরাবতীর প্রত্যাবর্তন

নন্দিনী লুইজা

সময় যেন তার কণ্ঠ হারিয়ে ফেলেছে।
আমাদের প্রতিদিন ঘুম ভাঙে—বজ্রপাতের শব্দে নয়, মানুষের আর্তনাদে।
যে পৃথিবী একদিন কবির কণ্ঠে অমরাবতীর গান শুনেছিল,
সেই পৃথিবী আজ বিভ্রান্ত, ক্লান্ত, আত্মভোলার সুর শোনে।

মধুসূদন একদিন অমরাবতী খুঁজেছিলেন-
এক স্বপ্নরাজ্য, যেখানে মানুষ আর দেবতার সীমারেখা মুছে যায়,
যেখানে ভালোবাসা ধর্মের ঊর্ধ্বে,
আর কবিতা একমাত্র রাজনীতি।
তিনি চেয়েছিলেন -
এমন এক ভূমি,যেখানে অশ্রু পবিত্র,
যেখানে দহনই পরিশুদ্ধির প্রতীক।
তিনি একদিন চেয়েছিলেন এমন এক দেশ, যেখানে কবিতা হবে মুক্তির ভাষা,
যেখানে প্রতিটি প্রেম হবে আত্মার জাগরণ,
আর প্রতিটি বিদ্রোহ হবে ন্যায়ের সঙ্গীত।
কিন্তু আজ সেই বিদ্রোহ বিক্রি হয়ে যায় বিজ্ঞাপনের স্লোগানে,
প্রেম জমা পড়ে ব্যস্ত রাস্তায়,
আর কবিতা হারায় শব্দের ভিড়ে।

কিন্তু আজ আমরা সেই নগরী হারিয়ে ফেলেছি।
আমরা দাঁড়িয়ে আছি চকচকে শববাহকের পাশে,
যার নাম আধুনিকতা,
যেখানে প্রযুক্তি আছে, কিন্তু অনুভব নেই,
আলো আছে, কিন্তু দৃষ্টি নেই।
আমরা মাপে মানুষকে পদবিতে,
ভালোবাসাকে সাফল্যে,আর সত্যকে বিজ্ঞাপনে।

অমরাবতী এখন মেঘে ঢাকা চাঁদের মতো-
কখনও জ্বলে, কখনও নিভে যায়।
তবু তার আলো আজও আছে কিছু মুখে,
যারা ক্ষুধার্তের পাশে রুটি রাখে,
যারা শিশুর চোখে ভবিষ্যৎ পড়ে,
যারা জানে—অন্যের সুখেই নিজের মুক্তি।

হয়তো অমরাবতী ফিরে আসবে না স্থাপত্যে,
ফিরবে হৃদয়ে-
যখন মানুষ আবার প্রেমকে প্রার্থনা করবে,
যখন কলম আবার সত্যের পাশে দাঁড়াবে,
যখন কবি আবার নির্বাসনে গিয়ে নতুন ভাষা খুঁজবে।

অমরাবতী আজও জেগে আছে-
কিন্তু কেবল তাদের হৃদয়ে,
যারা এখনো বিশ্বাস করে-কলম আগুনের চেয়েও শক্তিশালী,
যারা জানে, সৌন্দর্য মানে সাজ নয়, সত্যের অনিবার্য দীপ্তি।

মধুসূদনের অমরাবতী আমাদের জন্য এখন এক আহ্বান-
ফিরে আসো মানবতায়,
ফিরে আসো ন্যায়ে,
ফিরে আসো সেই ভাষায়,
যেখানে 'আমি' নয়, 'আমরা' বেঁচে থাকে।

মধুসূদনের অমরাবতী সেই প্রতিজ্ঞার নাম-
যে প্রতিজ্ঞা বলে,
"আমি মানুষ, তাই আমি অমর।"

কবিতা:৩১

আমিত্বের বন্দি শালে

শাহীন মোরশেদা মিলি

ওগো ঝরা পাতা, তুমি ঝরো না অমন করে,
পড়ে থেকো না অযত্ন অবহেলায়
রাস্তার দু'ধারে ---!
তোমায় দেখে যে আমার ভীষণ কষ্ট হয়!
আমিও যে ওভাবেই ঝরে গেছি
আমার সুন্দর জীবন থেকে ---!
তাইতো তোমার কষ্ট আমি অনুভব করি আমার মনন জুড়ে --!
জানো ঝরাপাতা? আমার ঝরে যাওয়া
 কেউ দেখেনি --!
সহমর্মিতাও জানায়নি কেউ --!
সেই কবে ---ঝরে পড়ে আছি
পরম অবহেলায়!
বড্ড বেশি অবেলায় --!
তোমার তো উদাসী বাতাসে উড়ে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে ---;
তুমি তো এক জায়গায় স্থির নও ;
কিন্তু আমি!আমি তো চার দেয়ালে বন্দি!
আমার তো উড়ে চলার স্বাধীনতা নেই!
একাকিত্বের নির্জন অন্ধকারে পড়ে আছি,
আমার আমিত্বের বন্দিশালে!!!

কবিতা:৩২

ভালোবাসার বিসর্জন

তানিয়া রহমান প্রেমা

তোমাকে যতটা ভালোবাসা জরুরি ছিলো,ঠিক ততোটাই জরুরি ছিল ছেড়ে আসা,
তাইতো অবাধ্য হৃদয়কে দমিয়ে বাধ্য করে চিরতরে মুক্তি দিলাম তোমাকে।

এতটা কষ্টের ভার বহন করা তোমার কোমল দেহে যে সইবে না,
তাই ভার টা আমার কাঁধেই নিলাম
শত বেদনার গ্লানি নিয়ে।

জানোনা হয়তো অনেক,অনেক বেশি ভালোবাসি তোমায়!
তাইতো স্বার্থপর হতে পারলামনা
তোমারি সুখের জন্য ভালোবাসাকে দিলাম বিসর্জন।

হয়তো জানবেওনা কোনদিন এই হৃদপিণ্ড জুড়ে শুধু তোমারি বসবাস,
যতই কর তাকে খন্ড-বিখন্ড,
প্রতিটি খন্ডে লেখা পাবে তোমারি নাম।

হয়তো বুঝবেওনা কোনদিন কেউ তোমাকে রেখেছে তার প্রতিটি নিঃস্বাসে,
কারো প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে মিশ্রিত প্রাণ তুমি।

তোমাকে ব্যথিত করার অমন দুঃসাহস আমার নেই,
তাইতো আড়ালে লুকিয়ে ক্রন্দন
চুপিসারে নিজেকে নিলাম গুটিয়ে।

একবিন্দু কষ্টও তোমায় দিতে পারবো না বলেই,
তোমায় দু'হাতে স্বর্গীয় সুখ দিয়ে ফিরে এলাম নিঃস্ব হয়ে।

কবিতা:৩৩

অপ্রকাশিত অনুভূতি

সৃজনী আচার্য্য নীলা

সবাই তো আছে, তবু কেন মন এমন দিশাহারা?
জীবনের ভিড়ে আমি কি তবে শুধুই লক্ষ্যহারা?
যারে সারাক্ষণ ভাবনায় রাখি, যার নামে সব গান—
সে কেন বুঝল না এই হৃদয়ের বিবাগী অভিমান?
হাজার প্রদীপে আলো জ্বলে ওঠে নিজেরই আঙিনায়,
আমার প্রদীপ কেন তবে আজ একাকী নিভে যায়?
না-বলা কথাগুলো কি তবে মনেই হবে লীন?
অপ্রকাশিত ব্যথার বোঝায় কাটবে কি সব দিন?
পথের সাথী অনেক তো হলো, চলল অনেকটা পথ,
শেষের বেলা কেন তবে একা আমার মনোরথ?
যাকে দিলাম সবটুকু প্রেম, সবটুকু অনুরাগ—
সে কেন আঁকিল মনের পটে উপেক্ষার কালো দাগ?
এত যে কথা, এত যে গান—কার তরে সব বলা?
কাকে শোনাব এই নিরালা মনের নিভৃত পথচলা?
যাহার তরে নির্ঘুম রাত জাগি আমি একা—
তার তরে কি কোনোদিনও পাব না কাঙ্ক্ষিত দেখা?
নিঃশব্দে কাঁদে নীলিমা আজ বিরহী মেঘের দলে,
আমার সবটুকু প্রাপ্তি কি তবে মিশবে চোখের জলে?
এই যে জমাট দীর্ঘশ্বাস, এই যে গোপন ক্ষত—
আড়ালেই কি রয়ে যাবে তারা? হবে না প্রকাশিত?

কবিতা:৩৪

মা

মোঃ সিরাজুল ইসলাম

নীল আকাশের শেষ সীমানায়,
মাগো তোমার মুখচ্ছবি দেখা যায়।
দিনের শেষে সন্ধ্যা বেলায়
পাখিরা সব উড়ে যায় তাদের
আপন ঠিকানায়।

দুর আকাশে চেয়ে থাকি মাগো,
শুধু তোমারই অপেক্ষায়।
পৃথিবীর সকল দুর্গম আস্তানায়
খুজতে পারি আমি তোমায়।

পারিনা কেবল বাড়ির পাশে
সাড়ে তিন হাত মাটির তলায়,
কেন এমন ফাঁকি দিলে আমায় ?
তুমি ছাড়া আছিগো মা,
মনে হয় যেন এতিমখানায়।

তুমি যেন হও জান্নাতবাসী,
এই কামনায়
যেতে চাই মা, আল্লাহর ঘর দর্শনে
মক্কা আর মদিনায়
সকল মায়ের কবর যেন হয়
চতুর্পাশে ফুলে ঘেরা বিছানায়।

কবিতা:৩৫

যাদের জন্য লিখছি আমি

লিপি তালুকদার

যাদের জন্য লিখছি আমি যাদের নিয়ে ভাবি
মুখেই শুধু বলছি কেবল,তারা আগামীর চাবি।
তাদের জন্য আকাশ থেকে জোছনা নামাই
সূর্যের আলোর কিরণ লেগে সোনা ছড়ায়।

লিখছি আমি পাতায় পাতায়,নোটবুকের খাতায়
পথে থাকা শিশুগুলি হাজারো কথা ভাবায়।
বর্ষা এলেই বৃষ্টি পড়ে তাদের ছাদখোলা ঘরে
শীতের রাতে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে কুয়াশা ঝরে পড়ে।

দু'বেলা দুমুঠো খাবারের জন্য কত কাজ করে
তারা কি তাদের জন্য লেখা কবিতা-ছড়া পড়ে!!
কবিতা আমি শোনাতে চাই যাদের নিয়ে লেখা
যাদের জন্য কাব্য-গদ্য,পথের আলোর মাখা।

ইচ্ছে আমার তাদের জন্য শক্ত একটি ছাদ হোক,
তাহলে আর কবিতায় হবে না,তাদের নিয়ে শোক।
তাদের জন্য আনন্দের লাইন রচিত হবে কবিতায়,
মুখাবয়ব গুলো ঘুরে,বেড়াবে পরম স্নেহ, মমতায়।

কবিতা:৩৬

জনতার একাত্ম শ্লোগানে জাগুক

নাজমা বেগম নাজু

রক্তমাখা পূর্ণ চাঁদ, রক্ত নদীতে স্নান সেরে—
আকাশ কিনারে আজো এক দুঃখী চাঁদ;
আমি তারস্বরে চিৎকারে কাঁদি।
দেশপ্রেমী জনতার হৃদপিণ্ড চুঁইয়ে পড়া
এত যে রক্তের নদী, রক্তের লালে এত অবগাহন;
এ যেন আমারই হৃদয়স্রোতী চিৎকার,
আমার দেশপ্রেম।

রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যা— মাঝরাত পর্যন্ত
এত শহীদি রক্তের নদীতে বাস আমার;
আমার স্বজন, বুকের মাটি, মাতৃভূমি—
মা আমার!
তোমার মাটিতে দেশপ্রেমী জনতার মরদেহ
রক্তে ভিজে আছে মহাকালীন পথ।
দাগ না শুকোতেই আবারো একটার পর একটা
মহান দেশপ্রেমী শহীদের মরদেহ;
জমাট রক্তের জন্মভূমি।

আমার বসন্ত ডালে— দেশপ্রেমী পাখিগুলো
দুঃখী চোখ মেলে—
দেশদ্রোহীদের উন্মাদ কলতান শোনে,
আর ফুলভরা বসন্তের আর্তনাদ শুনি আমি নিজে।
রোজ ঘুম ভেঙে দেখি ভোরের পাখিগুলো
মরে পড়ে আছে ঘাসে।
সূর্যটা কই? কোথায় সূর্য?
রাতের চেয়েও তীব্র আঁধার চারদিকে।

কবে যে ফুটবে ফাগুন, বসন্ত ভোর—
কোথায় দাঁড়াবে এসে?
মৌনী জোছনায় মরদেহ নয়,
বিমন্ত্র ফসলের কলতান শুনতে চাই।
আশ্বিনী কুয়াশায় অন্ধকারে হেঁটেও
অদম্য চিৎকারে বলতে চাই—

প্রিয় বাংলাদেশ, জীবন আমার,
তোমাকে জনমভর হৃদয় অতলে রাখতে চাই।

মাতৃভূমি— মাগো!
আমার জীবন দিয়ে আগলে রাখতে চাই
তোমার দেশপ্রেমী জনস্রোত, কণাবিন্দু মাটি।
আর কোনো রক্তনহর নয়,
প্রিয় সন্তানের লাশ বয়ে যাওয়া নয়,
পৈশাচিক শকুনের উল্লাসে নত হওয়া নয়,
লোভাতুর রক্তখেকোর উন্মত্ত জয়কার নয়।

এখন এক হওয়া জনতার
একাত্ম শ্লোগানে জাগুক জন্মভূমির জয়কার;
অংগীকারের দেশপ্রেম— শহীদি জনতার অন্তরাত্মায় মিশে থাকা।
দেশজুড়ে গণকবর, বেওয়ারিশ লাশের মিছিল;
আর কখনো এমন
চৈতালী জোছনা পরাগ হতে চুঁইয়ে পড়া
রক্তের নহর দেখেছ কি?

আমার প্রিয় মাটিকণায়— রক্তের গন্ধ।
দেশপ্রেমী শহীদ জনতার চিৎকারে
ভেসে আসে শ্লোগানের আওয়াজ—
আর্তনাদ— মরণ চিৎকার।
অজর আমার শহীদ দেশপ্রেমীর রক্তভেজা মাটিতে আবারো
বুলেট বিদ্ধ কোনো হৃদপিণ্ড খসে না পড়ুক—
এমন শ্লোগানের নোনাজলে ভরা থাক
ঐক্যতানের সাগর।

সূর্যটা হোক আগুন অন্তহীনের।
যারা মানবগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে আসে,
তারাই পুড়ুক— পুড়ে যাক তাদের রক্তখেকো প্রাণ।
জয় হোক দেশপ্রেমী জনতার!
দেশপ্রেমের পবিত্র মশালে
অন্তহীন সূর্য ভোরেরা সব মানুষের হোক;
সবার হৃদয় অতলে জ্বলুক অমলিন আলো,
সূর্য ভোরের স্বদেশস্নাত অংগীকার।

কবিতা:৩৭

অবিনশ্বর প্রেম,

এ এইচ এম নোমান চৌধুরী (এ্যানী)

এজীবন সে-তো অনেক আগেই,
নষ্ট হয়েছে জানি!
শেষ ভালো যার সব ভালো তার
কীসের দুঃখ গ্লানি?

"অবিনশ্বর" প্রেম, সে-তো জানি!
যদিও দেহের ক্ষয়,
সত্যিকারের প্রেমের মাঝেই
হয় সে মরণ জয়!

তুমিই তো ফের শিখিয়েছো মোরে
অন্তরে প্রেম রাখতে,
এখন কেন বলছো আবার
চুপ করে বসে থাকতে?

ভালোবেসে যাবো মরি কী বাঁচি
তবুও হবো না ক্ষয়,
ভালোবাসি শুধু তোমাকেই আমি,
রূপ-যৌবন কভু নয়।

কতো কী, আমায় শিখিয়েছো তুমি,
ভালোবাসি টুকু বলে।
সে-কী! বিশ্বাস করতে পারি?
এই প্রেম যাবে জলে!

মন বলে, তুমি দু'কথার নয়,
নাই-বা কখনো ছিলে;
স্বর্গীয় পরী, শুধু তোমাতেই মরি
তুমি যে আমারই দিলে।

ধরে নাও, আমি তাওবা করেছি,
রেখো না পাপের জমা।
এবার না হয় ক্ষমা করে দাও

ওগো মোর প্রিয়তমা।

ভালোবাসো কী-বা, নাই-বা বাসো
বেসে যাবো আমি একা।
একালে যদিও পালিয়ে বেড়াও
সেকালেই হবে দেখা।

সেদিন তুমিই বলবে হেসে
ভালোবাসি ওগো বেশ,
সেদিনের তরে, অপেক্ষমান
এদিন হবে না শেষ।

কবিতা : ৩৮

শেকড়ের গান

সংগীতা নিগার

ফুলের চেয়ে গাছ ভালো,
সোঁদা সোঁদা গন্ধে মাটির খুব কাছাকাছি
আত্মা সঞ্চিত রাখা যায়...
ইচ্ছে হলেই আকাশের দিকে তাকিয়ে
ঘাসের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা যায়।

লক্ষ লক্ষ ফুল অথচ পাতার আড়ালে কীট
ভয় ওৎ পেতে রয়...
ফুল কিংবা পাতা নয়—গাছ,
শেকড়সহ পায়ের ছাপ রাখুক মনের নিঝুমপুরে।

ফুল ঝরে যায়, পাতা উড়ে যায় বাতাসে
গাছ—সে তো রয়ে যায় স্থির, ধীর, ভরসার মতো,
যেমন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুরনো বট,
তেমনি গাছ বুকে বয়ে বেড়ায় শত জীবনের স্মৃতি।

তাই ফুল নয়, পাতা নয়—গাছই সত্য
যার নিঃশব্দ শ্বাসে মিশে থাকে জীবনের গল্প;
সভ্যতার একটা স্থায়ী স্তম্ভ
পূর্ণ থাকা বিস্তর পূর্ণ থাকা।

কবিতা : ৩৯

রাত তিনটা চৌদ্দ

রাবি ভূইয়া

ঘড়ির কাটায় রাত ঠিক তিনটা-চৌদ্দ মিনিট,
বাইরে একটানা ঝুম বৃষ্টি।
জানালার পর্দা সরিয়ে রেখেছি,
রাত তিনটায় একান্তে বর্ষা উপভোগ করবো বলে নির্জনতার আয়োজন করেছি।
নিজের হাতে এক কাপ রঙ চা বানিয়ে,
বারান্দায় চলে এসেছি।
যদিও আয়োজন সামান্য,
এক কাপ চা নিয়ে পাশে বসে
বর্ষার গান ধরে কেউ গুনগুন করলে মন্দ হতো না।
বৃষ্টির ফোটায় আধো-ভেজা প্লাষ্টিকের চেয়ারে বসে,
বৃষ্টি দেখছি।
অন্তরে অকৃত্রিম একটা আকুলতা তৈরি হচ্ছে,
এক ধরনের মহাজাগতিক হাহাকার অনুভব করছি।
ক্ষনকালের জন্য পাপ-পুণ্যের পার্থক্য ভুলে,
চায়ের কাপে এক ফোটা পটাশিয়াম সায়ানাইড মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।
নির্মম চাতুরতায় মনকে ভুলিয়ে ভালিয়ে,
মুখোশ পড়া মানব জগতের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করতে হয় অহরনীশি।
বেঁচে থাকার জন্য হাজারটা ছল ছুতো তৈরি করি প্রতিদিন।
যদি এটি ভুল না হয়,
সায়ানাইড মিশানো চা খেলেও,
ঈশ্বরের পৃথিবীতে ঝকঝকে সকালের উদয় অবশ্যই হবে।
সময় শেষে মানুষ্য সন্তানকে প্রকৃতি থামিয়ে দেয়,
কিন্তু মহাকলের আবর্তন কখনো থেমে থাকে না।

কবিতা : ৪০

ভালোবাসার আহ্বান

কলমে - লিউনী গ্লোরিয়া রোজারিও

জীবন আমাকে একটা কঠিন ,
কিন্তু মুক্তিদায়ক সত্য শিখিয়েছে—
মানুষকে ভালোবাসা যায়,
কিন্তু বদলানো যায় না।
আপনি হাজারটা যুক্তি দেন,
বুকভরা ভালোবাসা উজাড় করে দেন,
নিজেকে প্রমাণ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন—
তবুও যার হৃদয়ে আপনার জন্য সেই জায়গাটা নেই, সেখানে জোর করে ঘর বানানো যায় না।
এটা আপনার অক্ষমতা না।
এটা আপনার অপূর্ণতা না।
এটা শুধু এই সত্য—সে আপনার জন্য না।
আমরা ভুল করে সুখটাকে অন্য কারও হাতে তুলে দিই।
ভাবি, সে একটু বদলালেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
সে একটু বুঝলেই আমি পূর্ণ হবো।
অথচ সুখ কখনো কারও করুণা নয়—
সুখ নিজের ভিতরের এক টুকরো আলো।
যে সম্পর্ক প্রতিদিন আপনাকে একটু একটু করে ভাঙে,
যেখানে আপনাকে ভালোবাসা চাইতে হয়,
সম্মান ভিক্ষা করতে হয়,
যেখানে একফোঁটা যত্নকে অমৃত ভেবে বাঁচতে হয়—
সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে
ছোট করে ফেলেন আপনি।
একসময় বুঝতে পারেন,
আপনি আর ভালোবাসা পাচ্ছেন না—
আপনি শুধু টিকে থাকার জন্য crumbs কুড়োচ্ছেন।
সবাইকে নিয়ে সামনে যাওয়া যায় না।
নতুন অধ্যায়ে ঢুকতে গেলে,
কিছু মানুষকে পিছনে ফেলে দিতেই হয়।
হ্যাঁ, ছেড়ে দেওয়া সহজ না।
হ্যাঁ, মনে হবে দম বন্ধ হয়ে আসছে।
মনে হবে তার ছাড়া এক মুহূর্তও সম্ভব না।
কিন্তু বিশ্বাস করুন—
যাকে ছাড়া এক ঘণ্টা বাঁচা যাবে না মনে হতো,

তাকে ছাড়াই একদিন বছরের পর বছর কেটে যায়।
আর সেই বাঁচাটা হয় অনেক হালকা,
অনেক স্বস্তির।
কিছু সম্পর্ক খাঁচার মতো।
কিছু সম্পর্ক চোরাবালির মতো।
যতক্ষণ না বেরিয়ে আসেন,
বুঝতেই পারেন না—মুক্তির স্বাদ কত গভীর।
কাউকে ছেড়ে দেওয়া মানে তাকে আর ভালোবাসি না—
এটা সত্যি না।
বরং নিজেকে এতটা ভালোবাসি যে,
নিজের সম্মান, নিজের শান্তি, নিজের অস্তিত্বকে
আর বিসর্জন দিতে চাই না—এটাই।
ভুল মানুষের কথায় নিজের দাম মাপবেন না।
কারও সম্ভাবনা দেখে স্বপ্ন বানাতে গিয়ে ,
নিজের বাস্তবতা নষ্ট করবেন না।
যে মানুষ নিজে বদলাতে চায় না,
তাকে আপনি বাঁচাতে পারবেন না।
মনে রাখবেন—
আপনি সম্মান ডিজার্ভ করেন।
আপনি নিঃশর্ত ভালোবাসা ডিজার্ভ করেন।
আপনি শান্তি ডিজার্ভ করেন।
জীবন কারও পেছনে ছুটে ,
নিজেকে হারানোর জন্য না।
জীবন নিজের হাতটা ,
শক্ত করে ধরে সামনে হাঁটার জন্য।
আর কখনও কখনও—
সবচেয়ে বড় ভালোবাসাটা হয়
নিজেকে বেছে নেওয়া।

কবিতা : ৪১

আমার প্রতীক্ষা

সুমাইয়া আফরোজ

আমি যখন তোমার কাছে বায়না ধরলাম—
এক বিন্দু ভালোবাসা পাওয়ার,
ছোট্ট একটি ঘর বাঁধার!
তুমি বলেছিলে, "প্রতীক্ষা করতে পারবে?"

আমি তখন এক চিলতে হাসি দিয়ে বলেছিলাম, "খুব পারব!"
তুমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলে, "কতদিন আমার জন্য প্রতীক্ষা করতে পারবে?"
আমি বলেছিলাম, "বহু যুগ পেরিয়ে গেলেও
তোমার জন্য আমার প্রতীক্ষা শেষ হবে না।"

আমি ঠিকই প্রতীক্ষা করে গেলাম,
কিন্তু তুমি আমার সেই বায়নাটা পূরণ করতে পারলে না!
এই জীবনে না-পাওয়া ভালোবাসার আক্ষেপটাই শুধু রয়ে গেল আমার।

আমি যখন বুঝতে পারলাম,
আমার এই প্রতীক্ষাই একদিন আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে—
তখন তোমার হাত-পায়ে ধরে বলেছিলাম,
"আমাকে একটু আগলে রাখো, এক বিন্দু ভালোবাসা দাও!
বিশ্বাস করো, তোমাকে এক বুক ভালোবাসা দিয়ে ভরিয়ে দেব।"

তুমি তখন বাঁকা ঠোঁটে স্মিত হেসে বলেছিলে,
"চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?"

আমি কেবল প্রতীক্ষাই করে গেলাম!
প্রতিদানে শুধু এক বিন্দু ভালোবাসা চেয়েছিলাম।
বহুবার তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি— 'ভালোবাসি';
বিনিময়ে কেবল পেয়েছি শুধু অপমান!

কবিতা : ৪২

নিভৃত স্পর্শ

আর এ মারুভীনি

তোমাকে দেখার পর আর কোনো—
আয়না দেখিনি আমি;
নিজেকে দেখেছি শুধু তোমার
মায়ার যুগল চোখে।

"তুমি শুধু আমাকে চাও?"
এই কথাটি শোনার পর আর—
কোনো গান শুনতে চাইনি আমি,
শুনেছি শুধুই তোমার কণ্ঠস্বর।

তোমার ঠোঁটে ঠোঁট রাখার পর
স্পর্শ করিনি কোনো গোলাপ;
তোমার হাতে হাত রাখার পর
ছেড়েছি সকলের হাত।

তোমাকে পাওয়ার পর
সবকিছু হারিয়েছি—
লেখা হয়নি আর
কাউকে নিয়ে কোনো কবিতা।

তুমি কি জানো?
যখন তোমার লেখা চিরকুটগুলো আমি
কবিতার মতো করে বারবার পড়তে থাকি;
যখন তোমাকে আমার মনের ক্যানভাসে
রং-তুলি দিয়ে আঁকতে থাকি—
তখনই নিজের অজান্তেই শিউরে উঠি আমি।

মনে হয়, এই বুঝি তুমি—
ছুঁয়ে দিয়ে গেলে আমায়!
যখন তুমি প্রকৃতির মতো স্পর্শ করো,
অপলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকি তোমার চোখে।

তোমার স্পর্শে তিরতির করে কেঁপে ওঠে

শুষ্ক দুটি ঠোঁট;
ধীরে ধীরে বদলে যায় রং—
ঠিক যেন ডানা ঝাপটানো পাখির মতো।

জলের জলকণায়, শীতের কুয়াশায়
যখন আমার সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসে,
তখন আগুনের মতো করে স্পর্শ করো তুমি।

কী আশ্চর্য...
মুহূর্তেই আমি বদলে যাই!
ঠিক যেন জ্বলন্ত সিগারেট থেকে—
অবশিষ্ট অ্যাশট্রেতে পড়ে থাকা কেবলই ছাই।

কবিতা : ৪৩

বিলপারের ময়না

রাহিদ আলম

ডাকাতিয়া বিলের ধারে, পলাশপুর গাঁও;
বিলের ঘাটে সারি সারি বাঁধা ডিঙ্গি নাও।
হঁংসমালা বিলের ধারে আপন মনে ভাসে,
পানির মাঝে মাছের ঝাঁক হঠাৎ ভেসে আসে।

বিলের পারে ছনের চালের ছোট্ট কুঁড়েঘর,
ঠুনকো ঘরটা ভেঙে পড়বে, উঠলে একটু ঝড়।
একটুখানি বৃষ্টি হলেই ঢুকে পানির ধারা,
ঐ কুঁড়েঘরেই বসত গড়ে ময়না মনিরা।

পেট ভরে নাই ক'দিন হয়— শুকনো হাসি মুখে;
ক্ষুধার জ্বালা সঙ্গী তাদের, দিন কেটে যায় দুখে।
মায়ের কাছে বায়না ধরে— "বিলের পারে যাবো,
বিলের পারে বসলে আমি ক্ষুধা ভুলবো মাগো।"

খোপায় দিয়ে শাপলার ফুল, শ্যামলবরণ গায়ে;
শেওলার মাঠে ছুটে ময়না, কাদা মাখা পায়ে।
বাঁশের আগায় ছড়িয়ে রাখে ভেজা জামাখানি,
শতক তালির— সেটাই পরবে শুকিয়ে গেলে পানি।

মশা-মাছি, পোকা-মাকড়, তাদের সাথেই থাকে;
জল-খাবারে অবাধ চলা— কেমনে ধরে রাখে?
মাঝে মাঝেই সর্দি-জ্বরে কাঁপন ওঠে গায়ে,
পেটের পীড়ায় মাথা ধরে, ব্যথা সারা পায়ে।

বৈদ্য ডেকে বড়ি খাওয়ার সাধ্য তো আর নাই,
মায়ের হাতের নরম ছোঁয়ায় পীড়া সারবে তাই।
ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ে খড় বিছানো খাটে—
এমনি করেই ময়নামনির সারা জীবন কাটে।

কবিতা : ৪৪

শেষ বিকেলের মা

প্রেয়সী জেসমিন

যেদিন দেখবে আমাকে নুয়ে পড়তে,
বয়সের ভারে পিঠটা কাঁপতে,
সেদিন অবহেলা করো না,
ধৈর্য ধরে বোঝার চেষ্টা করো।
হাঁটতে গিয়ে পড়লেও রাগ কোরো না,
চোখ বড় কোরো না।

একদিন আমি তোমার ছোট হাত ধরে
পৃথিবীতে হাঁটার সাহস দিয়েছিলাম।
যদি একই কথা বারবার বলি,
বিরক্ত হয়ো না, সন্তান।
খেতে শেখানো হাত, স্কুলের পথে ছায়া,
নিজের স্বপ্ন চুপচাপ ভাঁজ করা—সবই তোমার জন্য।

যেদিন ক্লান্ত পা আর এগোতে চায় না,
সেদিন তোমার হাতটা দিও,
যেভাবে একদিন প্রথম হাঁটার সময় ছিল।
শুধু দোয়া দেবো, নিঃশ্বাসভরা ভালোবাসা,
যেটা জন্মের আগে ছিল, মৃত্যুর পরেও থাকবে।
ভালবাসি, অপরিসীম ভালোবাসি
তোমার মা

কবিতা : ৪৫

বেলার শেষে পড়ে থাকে না কিছুই

রাবিয়া সুলতানা

বেলার শেষে পড়ে থাকে না কিছুই,
না কাঙ্ক্ষিত মানুষের অপেক্ষা
না যত্নে আগলে রাখা সেই প্রিয় মানুষটা
কিন্তু বক্ষের ভিতরে নিরবে পুষে যাওয়া
ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়া যন্ত্রণাটা
অধিক আগ্রহে চাতক পাখির মতো চেয়ে থাকে
কখন তার ভালোবাসা ডাকে তাকে!
মনে হয় হাজার বছর ধরে
ক্লান্ত পথে হাঁটছি আমি বয়ে নিয়ে তারে!
প্রকৃতির রাজা ঋতুকে বলা হয়
কেন মানুষ কে নয়,,
বাহ্যিক রূপে মানুষ ধারণ করে হাজারো সাজে!
ওহে মোর পিয়া হৃদয় ছেদিয়া
বক্ষপাতে কর্নপাত না করিয়া
করিয়াছো দোষী এজিদের মত সীমার বলিয়া
বদলে তো যায় কত কিছু সময় তো থাকে না পিছু
জ্বলন্ত লেলিহান উষ্ট হয়ে জ্বলছে এই বক্ষতে
সাধ্যের বাহিরে পারেনা সে নিজেকে নতুনত্বে!
বেলা শেষে সবর্ই পরিবর্তন হয়
ব্যথিত হৃদয়ে কেবল তুমি নয়!
সহস্রযুগের এই ধরণী
বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হয়ে নবরূপে সেজে আছে
কত সঙ্গিনী!
দেবদাস নয় ক্লান্ত মুসাফির হয়ে ঘুরে হে অতৃপ্ত
হৃদয়
শূন্য চারিদিকে ফাঁকা সবই যেন মরীচিকার ঢাকা
বেলা শেষে আজও তোমার অপেক্ষায় থাকা!

কবিতা : ৪৬

আমার খানিক দুঃখ আছে

রাকিব রুকু

আমার খানিক দুঃখ আছে
বুক পাঁজরে হৃদয় মাঝে
আমার খানিক দুঃখ আছে!!
খুব বেশি নয় অল্প নেহাৎ
তবুও আমায় ভীষণ পোড়ায়
দূরের দিবাকরে যেমন
জমিন পোড়ায় ভীষণ খড়ায়
দুঃখ গুলো তেমনি পোড়ায়,
কলিজাতে ফোঁড়ার মত
আমার খানিক দুঃখ আছে
সুখের যত মধুর আবেশ
ম্লান হয় তার ব্যাথার কাছে
আমার খানিক দুঃখ আছে!
আমার যেসব দুঃখ আছে
দুঃখগুলো অনেক তরল
পাত্র বুঝে আকার ধরে
কখনও বরফ কখনো গরল
দুঃখগুলো ভীষণ তরল!!
দুঃখটুকু আগ্নেয়গিরি
হঠাৎ জ্বলে প্রখর তেজে
যার দহনে মন পুড়ে যায়
অশ্রু আসে দু চোখ ভিজে
যখন জ্বলে প্রখর তেজে!!
আমার খানিক দুঃখ আছে
সমুদ্রে বুকে ঝড়ের মত
আভাস ছাড়াই হঠাৎ উঠে যায়
ভেঙ্গে চুরে বাড়ায় ক্ষত
দুঃখ গুলো ঝড়ের মত!!
দুঃখগুলো আমার মতই
নাছোরবান্দা এখরোখা সে
যাই এড়িয়ে দেই তাড়িয়ে
তবুও থাকে আমার পাশে
ভীষণ জেদি এখরোখা সে!!

আমার খানিক দুঃখ আছে
যা নিতান্তই শুধুই আমার
যায় না ভোলা যায় না ফেলা
যায় না দেয়া ভাগ কভু তার
দুঃখ টুকু শুধুই আমার!!

কবিতা : ৪৭

মা

ইয়াসিন আরাফাত কাব্য

ছোট্ট যখন ছিলাম আমি মা দেখাতে চাঁদ
স্বপ্নগুলো জমিয়ে রাখিতাম সবকিছু বাদ
ছোট্টবেলার গল্প গুলো লাগিতো বেশ মনে
মাতৃ স্নেহে থাকিতাম সব সময় জড়িয়ে।
স্কুল শেষে গোসল করে মা মেখে দিত তেল
বলতো আমায় কি হলো স্কুলের সারাটি বেল,
স্কুলে গিয়ে পড়া দিয়ে হলাম আমি গণ্য
তোমার পরিশ্রম বৃথা নাকো মা করবোই তোমায় ধন্য।
রাত জাগা ওই প্রদীপ দেখিয়ে,বোলতা মাগো তুমি
হতে হবে তোকে একদিন রাত্রি জাগা পাখি
সূর্যের ঐ প্রখরতা দেখিয়ে, বোলতা মাগো তুমি
হতে হবে তোকে একদিন তীব্র তেজী জাতি।
তেজ মাগো আছে আমার আছে সর্বাঙ্গে
তোমার এক ফোঁটা অশ্রু ঝরা দেব না গড়াতে
যে নিতে চাইবে তোমার ঐ মুখের ভাষা
জীবন দিয়ে রক্ষা করব এই আমার আশা।
আজ কেন মা ঘুমিয়ে তুই কবর দেশেতে
পাগল হয়ে বসে থাকি তোর কবরের পাশে
চলে গেছে মা সকল তেজ সকল রাত্রি জাগা
খোদা তায়ালা দেয় যেন তোরে বেহেস্তে জায়গা।

কবিতা : ৪৮

উপলব্ধি

ইসমাইল হোসেন ইসমী

সুগভীর উপলব্ধি করি অনুভবে।
হে বিধাতা! শিরা উপশিরায় প্রবাহ।
মর্মর হৃদয়ে তুফান তোলে নিরবে।
ধরনীতে এসেছে তোমার কত বহ।
তোমার বাণী অনুধাবন করি মোরা।
ভূলোক দ্যুলোকে নির্দশন অহরহ।
বুঝে শুধু অর্ন্তদৃষ্ট সম্পন্ন লোকেরা।
সৃষ্টির ধারা বয়ে চলছে অহরহ।
আগুন বায়ু মাটি পানি সব যতনে।
বিধাতা দিয়ে রেখেছে মোদের কল্যাণে।
বুঝে না যত সব অভাগার দলেরা।
পৃথিবীতে ফ্যাসাদের সৃষ্টি করে তারা।
খোদা! তাদেরই দলে নিয়ো না মোদের।
তবু আশ্রয় পাই যেন রহমতের।

কবিতা : ৪৯

অসমাপ্ত পংক্তির জীবন

জহুরুল হক জুলু

থামো, আরেকটু থামো—
এই মুহূর্তটাই এখন সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।
চারপাশের সব শব্দ পরে থাক,
প্রথমে চাই একটুখানি অবকাশ।

বলোনা, উপায় নেই—
সবকিছুরই তো কোথাও না কোথাও বিরামচিহ্ন থাকে।
আমার বুকের ভেতর বাতাস কমে আসছে;
আমি গভীরভাবে বাঁচতে চাই।

অতিরিক্ত তাড়াহুড়োয়
শ্বাসগুলো জড়িয়ে যায় এক অদ্ভুত ঘোরে।
সে ঘোর মন্দ নয়,
তবু নিয়ন্ত্রণ হারালে ডুবে যেতে হয়।

আমি সামান্য উন্মাদ হতে চাই,
নিজের মতো করে টলমল করতে চাই;
কোনো কঠোর নিয়মের বেড়াজাল ছাড়া
একটু এলোমেলো হতে চাই।

জানি, ঘড়ির কাঁটা কারও জন্য অপেক্ষা করে না;
তবু অনুরোধ করছি—
এক ফোঁটা বিরতি দাও,
একটি স্থির মুহূর্ত ধার দাও।

যদি প্রবাহের কাছেই অবকাশ না থাকে,
তবে আশ্রয় মিলবে কোথায়?
সবাই ছুটছে নিজের গতিতে—
আমি কি তবে পেছনে পড়ে যাই?

এই প্রশ্নগুলো উচ্চারণ করতে পারি না সহজে;
শব্দেরা প্রায়ই মুখ ফিরিয়ে নেয়।
তাই সাদা পাতার কাছে বসি,

কালির ভেতর আশ্রয় খুঁজি।

দৌড়ের ভিড়ে আমার পদক্ষেপ ভারী হয়;
স্বপ্নগুলো ধীরে ধীরে হাঁটে।
বাস্তবের কঠিন আঘাতে
মন কেঁপে ওঠে বারবার।

তবু ভেতরে জমে আছে
অসংখ্য অসমাপ্ত পংক্তি।
জীবনের ক্ষুদ্র বিস্তারটুকু
ধরতে চাই অনুচ্ছেদের ভাঁজে।

একাকী বসে ভাবনাগুলো
শৃঙ্খলিত করতে ইচ্ছে করে;
কিন্তু অদৃশ্য বাধা এসে
হাত আটকে দেয়।

মনে হয়, কোনো এক নিকট উপস্থিতি
নিঃশব্দে সরে গেছে দূরে।
তার অনুপস্থিতি রেখে গেছে
অদৃশ্য অথচ স্থায়ী চিহ্ন।

দিন গড়িয়ে যায়
অভ্যন্তরীণ ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে।
বেঁচে থাকা কখনো কখনো
শব্দহীন, দীর্ঘ এক প্রতীক্ষা।

কবিতা : ৫০

একুশ এলে

ফেরদৌসী খানম রীনা

আসলে একুশ সাজে বাসর
শহীদ মিনার ফুলে ফুলে,
শহীদদের ত্যাগের কথা
গাঁথা আছে তার মূলে।

বাংলা ভাষার মান রক্ষার তরে
জীবন দিলো বলে,
মরণেও তারা অমর হলো
বুকের রক্ত ঢেলে।

বাংলা আজ সবার মুখে
তাদের অবদান,
প্রতি বছর বাঙালি জানায়
শ্রদ্ধা আর সম্মান।

বাংলা আমার প্রাণের ভাষা
বাংলায় গাই গান,
জীবন দিয়ে রাখলো
তাঁরা বাংলা ভাষার মান।

বাংলা ভাষার জন্য জীবন
দিল আমাদের ভাই,
পৃথিবীতে এমন ত্যাগ
কেহ কভু দেখে নাই।

সারা বিশ্বে তাই বাংলা ভাষা
পেলো মর্যাদা,
সবাই বাংলা ভাষাকে
ভালোবাসে সর্বদা।

বাংলা সবার প্রাণের ভাষা
হৃদয়ের বন্ধন,

বাংলা ভাষায় কথা বলে
হয় মনের স্পন্দন।

প্রতি বছর শহীদ মিনার
সাজে ফুলে ফুলে,
জনে জনে কৃতজ্ঞতা
জানায় পতাকা তুলে।

কবিতা : ৫১

যুদ্ধের অনলশিখা

আরিফুর রহমান

রণভূমির রক্তস্রোতে ডুবে যায় সভ্যতার অহংকার।
অগ্নিশিখার অমোঘ লেলিহান জ্বালায় মানবতার অস্থিচর্ম।
করাল ক্রোধে উন্মত্ত হয় লৌহকঠিন সমরাস্ত্রের গর্জন।
ধ্বংসস্তূপে বিলীন হয় শতাব্দীর সযত্ন স্বপ্নালয়।
শোকস্তব্ধ আকাশে ভেসে ওঠে আর্তনাদের নিঃশেষ প্রতিধ্বনি।
মৃত্তিকার বুকে অঙ্কিত হয় অশ্রুজলের নৈঃশব্দ্য ইতিহাস।
রক্তিম সূর্যোদয় যেন প্রলয়ের অশুভ বার্তাবাহক।
মাটির অন্তঃস্থলে জমে ওঠে অগণিত বেদনাবিদ্ধ স্মৃতি।
অমানুষিক নিষ্ঠুরতার ছায়ায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয় মানবিকতা।
করুণ ক্রন্দনে কেঁপে ওঠে নিরীহ শিশুর ভবিষ্যৎ।
জ্বলন্ত নগরীর ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয় নীলিমা বিস্তার।
লোভের লেলিহান দাবানলে দগ্ধ হয় সমগ্র পৃথিবী।
সমরলোলুপ শাসকের মদমত্ত অহমিকা করে সর্বনাশ।
তবু ধ্বংসাবশেষে জন্ম নেয় অবিনশ্বর প্রতিরোধের বীজ।
নীরব সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়ায় ইতিহাসের কঠোর প্রশ্ন।
রণডঙ্কার থেমে গেলে শোনা যায় বিবেকের শীতল ধ্বনি।
প্রলয়শেষে মানুষ খোঁজে হারানো শান্তির পরশ।
অগ্নিকুণ্ড পেরিয়ে জেগে ওঠে নতুন ভোরের সম্ভাবনা।
যুদ্ধের কালো অধ্যায় লিখে যায় রক্তাক্ত সতর্কবাণী।
মানবতার পুনর্জাগরণেই শেষ হবে সমরের অন্ধকার।

কবিতা : ৫২

আমার শেষ মহাকাব্য

মাসুদ করিম

মুখরিত সন্ধ্যার জনকোলাহলের ভিড়ে
শুধু একটিবার আবৃত্তি হবে ভেবে
আমার কবিতা লেখা হয় না আর।
আমার,
স্বপ্নভরা চিৎকার,
মাত্রাহীন ভালোবাসার,
যুক্তিহীন যন্ত্রণার,
দ্বিধাহীন কল্পনার,
এ স্বল্পায়ু আমার অসহ্য!
আমি প্রচণ্ড অসীম হতে চাই!
আমি অলস কবিতার কবি হতে চাই না!
তারপরেও আনমনে লিখে ফেলি
আমার নিঃশ্বাসের, প্রতি প্রশ্বাসের এ শব্দবাণ।

আমার কথা
শুধু প্রেমের ব্যথা নয়।
মাঝে মাঝে মনে হয়;
এক ক্রোশ, দুই ক্রোশ, তিন ক্রোশ
সব কবিতা লিখে ফেলি
ঐ পায়ে হাঁটা সব পথিকের জন্য
তারা হাঁটবে আর পড়বে
আমার সব কবিতা!
কিন্তু ব্যাস্ত রাস্তায় অসংখ্য ব্যস্ত যানের
কোন একটির আঘাতে
রক্ত মেখে
যেদিন চোখের সামনে
রক্তমেখে মরে গেল এক আগন্তুক
সেদিন থেকে আমার
পথের কবিতার কবি না হয়ে
আমার প্রশস্ত রাস্তা হতে ইচ্ছে করে।
আমার
হলুদ সাদা শহরের সবুজ গাছ হতে ইচ্ছে করে।
শীর্ণ উলঙ্গের বস্ত্র হতে ইচ্ছে করে।

মঙ্গায় খাদ্যের দাঙ্গা হতে ইচ্ছে করে।
আর মাত্র কয়েকজনের জন্য
তপ্ত বুলেট হতে ইচ্ছে করে।
আমার এ সব ইচ্ছে পূরণ হলেই
আমি ঘরে ফিরে যাব
প্রিয়ার বুকে লিখব একটি শেষ মহাকাব্য,
দশ মাস দশ দিন
দীর্ঘ লাইন।

youtube.com/@Poddopaataa
facebook.com/groups/poddopaataa
facebook.com/poddopaataa
poddopaataa.dreamakerbd.com